গাংনীতে শিশু বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ, মানব পাচার, মাদক প্রতিরোধ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই কর্মসূচির আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান। এতে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক সাহেবুল ইসলাম, আবু সাঈদ ও মাতিউন নেছা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আক্তার।

আলোচকরা শিশু বিবাহের কুফল, মানব পাচারের ভয়াবহতা ও মাদক প্রতিরোধের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি, ৪৫ দিনের মধ্যে সকল শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক

সারাদেশে তালাকের হার বাড়ছে। এই হারটা রীতিমতো ভয়াবহ। দেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক হচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই জেলাতে তালাক হয়েছে প্রতিদিন গড়ে ৫ টি করে।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা কল্লোল বলেন, ‘ যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে সেগুলোর কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয় যে সমাজে নৈতিকতার পতন ঘটেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। নারী-পুরুষ বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে মানতে বা তার অধিনে থাকতে চাইছেন না। মূলত এসকল কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। বর্তমানে নারীরা অতিরিক্ত স্বাধীনতাকামী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বাবলম্বী হতে চায়, এবং স্বাবলম্বী হতে যেয়ে অনেকেই অনৈতিক পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। অনেকে আবার প্রবাসে থাকা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর পাঠানো টাকা তসরুপাত সহ পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ‘

অপর এক আইনজীবী এডভোকেট মিজানুর রহমান বলেন, ‘মূল কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তা একটি অস্বাস্থ্যকর ও লোক দেখানো সম্পর্কে পরিণত হয়। তখন সন্তান, দায়-দায়িত্ব সব কিছুই ঠুনকো হয়ে পড়ে। সম্পর্কটা হয়ে যায় সাংঘর্ষিক। নানা রকম আলাপ-আলোচনা করেও যখন সমন্বয় করা যায় না, তখন বিয়ে বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।’

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন মাসুদ অরুন

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি চুয়াডাঙ্গার সাহেদ প্যালেসে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তিনি চুয়াডাঙ্গার আসমানখালী এলাকার বন্দরভিটা গ্রামের মৃত মহাম্মদ আলীর মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষিকা আমেনা খাতুনের সাথে তিনি গাঁটছড়া বাধেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিবারের সদস্য ও নিকটতম রাজনৈতিক সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদ অরুন মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, ভাষা সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি আহমদ আলীর বড় ছেলে। তিনি ২০০১ সালে বিএনপির সরকারের আমলে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

এদিকে, বিয়ের পিড়িতে বসায় মেহেরপুরের বিভিন্ন শেণী পেশার মানুষ তাঁর নতুন দাম্পত্য জীবনের শুভকামনা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।